কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫৮ ❑ নভেম্বর-ডিসেম্বর ❑ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ❑ ১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ❑ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ ❑ ১৪৪৬ হিজরি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ রুহুল আমিন খান
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ ওসমান ভুইয়া
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ মজিবর রহমান
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ)
মোঃ আশরাফুজ্জামান
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান
সচিব

সম্পাদক
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল : biswasrakeeb@gmail.com

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

সহযোগিতায়
মেহেদী হাসান, গ্রন্থাগারিক

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ, ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
এস এ এম সাঈব
জনসংযোগ কর্মকর্তা

মুদ্রণে : এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন
১১২/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৯৭১৭৮৮৫৩৩

সম্পাদকীয়

১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ মহান বিজয় দিবস আমাদের জাতীয় জীবনে এক অনন্য গৌরবময় ও আত্মপরিচয় অর্জনের দিন। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলা। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএডিসি কৃষক ও কৃষিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার টেকসই রূপ দিতে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ এবং রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের উপকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষকপর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় সৌদি আরব, তিউনিশিয়া, মরক্কো, বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা হতে নন-ইউরিয়া সার আমদানি এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পতিত জমি আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রতিটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বৈষম্যমুক্ত সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার মহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনে বিএডিসি'র আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

ভেতরের পাতায় ....

যথাযোগ্য মর্যাদায় বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস ২০২৪ পালিত............০৩
বৈষম্যমুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতে কৃষিকে গুরুত্ব দিতে হবে -কৃষি উপদেষ্টা............০৪
সকল পতিত জমিকে চাষাবাদের আওতায় আনতে হবে- কৃষি উপদেষ্টা............০৫
কৃষকের উন্নয়ন হলেই জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন হবে- কৃষি উপদেষ্টা............০৬
ডিএপি সার আমদানির জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিএডিসি ও Ma'aden এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত ০৭
পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলার কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান............০৮
বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের ময়মনসিংহ জেলার কার্যক্রম পরিদর্শন............০৯
সেচ প্রযুক্তি বিষয়ক মেলা ২০২৪ অনুষ্ঠিত............১০
বিএডিসি'র পাটবীজ উৎপাদনের পটভূমি, সম্ভাবনা ও সংকট উত্তরণের উপায়............১১
ঝালকাঠিতে বীজের আপদকালীন মজুদ কর্মসূচি (বীআমক) জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষির সফলতার গল্প........১৪
ডাল ও তেলবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে বিএডিসি'র নতুন প্রকল্প অনুমোদন............১৬
মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি............১৭

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com , ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

যথাযোগ্য মর্যাদায় বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস ২০২৪ পালিত

কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিবারের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) তে পালিত হলো মহান বিজয় দিবস ২০২৪।

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সকাল ৮.০০ ঘটিকায় কৃষি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু হয়। সংস্থার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ওসমান ভুইয়া সদর দপ্তরস্থ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পরে তিনি সকলকে নিয়ে কৃষি ভবনে অবস্থিত মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারী শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণপূর্বক স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদতবরণকারী ও ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আত্মদানকারী সকলের রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে কৃষি ভবনে অবস্থিত শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণপূর্বক মোনাজাত করছেন বিএডিসি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ওসমান ভুইয়া

জিয়া পরিষদ, বিএডিসি শাখা এবং বিএডিসি এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন, রেজিঃ নং বি-১৯০৪ এর নেতৃবৃন্দ শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এছাড়া সংস্থার আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া বিএডিসির আওতাধীন সকল মসজিদে বিশেষ মোনাজাত ও অন্যান্য উপাসনালয়ে প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন জিয়া পরিষদ, বিএডিসি শাখা

শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বিএডিসি এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন, রেজিঃ নং বি-১৯০৪

বৈষম্যমুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতে কৃষিকে গুরুত্ব দিতে হবে -কৃষি উপদেষ্টা

রাজধানীর খামারবাড়িস্থ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)

কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেছেন, বৈষম্যমুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতে কৃষিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

উপদেষ্টা গত ০৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে রাজধানীর খামারবাড়িস্থ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফএও এর বাংলাদেশস্থ প্রতিনিধি ড. জাউকিন শি।

কৃষি উপদেষ্টা বলেন, দেশের বেকারত্বের হার হ্রাসে কৃষিখাতকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের কৃষির উপর নির্ভরশীল ৭০ শতাংশ মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারলে সত্যিকারের বৈষম্যমুক্ত সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

উপদেষ্টা আরোও বলেন, কৃষি খাতে প্রায়োগিক গবেষণা বাড়াতে হবে। প্রতিটি গবেষণার ফলাফল কৃষক পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। দেশের বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণে কৃষি জমি রক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে উপদেষ্টা বলেন, শিল্পায়নের নামে যাতে উর্বর কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে না যায়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

উপদেষ্টা আরও বলেন, আমরা প্রতি বছর সার খাতে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে আসছি। সার বরাদ্দের শর্তে বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় এই ভর্তুকি কতদিন চলমান রাখা সম্ভব তাও ভাবনার বিষয়। কিভাবে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানো যায়, সে সর্ম্পকে গবেষণা জোরদার করার জন্য উপদেষ্টা আহবান জানান।

উপদেষ্টা জলাধার রক্ষা, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, বনভূমি রক্ষা ও নতুন বনায়ন করা, যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি অবলম্বন করা, মাটির সঠিক ব্যবহার এবং পুনঃব্যবহার নিশ্চিত করার প্রতি আমাদের কৃষিবিদদের অধিকতর যত্নবান হওয়ার আহবান জানান।

উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশে এখন সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ হচ্ছে, যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ করা হচ্ছে। পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য নেয়া হয়েছে নানা প্রকল্প। এ সকল কার্যক্রমের সাফল্য নির্ভর করবে মাটির সুস্বাস্থ্যের ওপর। যেহেতু ক্রমাগতভাবে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে এবং আবাদি জমির পরিমাণ কমছে, তাই উন্নত জাত ও ফসল নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক খাদ্য উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।

বাংলাদেশকে বিনামূল্যে ৩০,০০০ মে.টন পটাশ সার দিচ্ছে রাশিয়া

বাংলাদেশকে বিনামূল্যে ৩০,০০০ মে.টন পটাশ সার দিচ্ছে রাশিয়া। বন্ধুত্ব ও গভীর আন্তরিকতার নিদর্শন হিসেবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এ সার দেয়া হবে।

বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কাজ করা রাশিয়ার ইউরালচেম (Uralchem) গ্রুপ এর প্রধান নির্বাহী দিমিত্রি কনিয়েভ স্বাক্ষরিত এক পত্রের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে জানানো হয়। জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এর আওতায় এ সার বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে।

গত ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ান ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত একেতেরিনা সেমেনোভা পত্রটি কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) এর নিকট হস্তান্তর করেন।

পত্রের মাধ্যমে জানা যায় পিজেএসসি ইউরালকালি, রাশিয়া (PJSC URALKALI, Russia) বিশ্বের মধ্যে অন্যতম পটাশ সার উৎপাদনকারী। ২০১৩ সাল থেকে পিজেএসসি ইউরালকালি জিটুজি ভিত্তিতে জেএসসি বৈদেশিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা (JSC Foreign Economic Cooperation) প্রদিন্ত্রগ (Prodintrog) এর মাধ্যমে বাংলাদেশে এক মিলিয়ন টনেরও বেশি এমওপি সার সরবরাহ করে।

উল্লেখ্য, ২৯ আগস্ট ২০২৪ কৃষি উপদেষ্টার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মান্টিটস্কি প্রথম এ কথা জানান।

সকল পতিত জমিকে চাষাবাদের আওতায় আনতে হবে- কৃষি উপদেষ্টা

সিলেট অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)

কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেছেন, সকল পতিত জমিকে চাষাবাদের আওতায় আনতে হবে।

উপদেষ্টা গত ২৬ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে সিলেট আঞ্চলিক কৃষি অফিসারের কার্যালয়ের সভাকক্ষে সিলেট অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, কৃষিতে প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে কৃষকের লাভ, কৃষির উন্নতি ও ফলন বাড়ানোর বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে। উপদেষ্টা এ বিষয়ে সকলকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

উপদেষ্টা বলেন, জনসংখ্যা বাড়ছে, কৃষি জমি কমছে। তারপরও ১৮ কোটি লোককে খাওয়াতে পারছেন। এ কৃতিত্ব কৃষক, কৃষিবিদ, গবেষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সবার। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট অনেক কাজ করেছে। তাই ধানের উৎপাদন বেড়েছে। এখন ধান উৎপাদনে ১২০ দিন লাগে। এসময় কিভাবে ১০০ দিনে আনা যায় সেই জাত উদ্ভাবনের কাজ করার জন্য ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটকে নির্দেশনা দেন।

উপদেষ্টা বলেন, কৃষি উৎপাদন বাড়াতে পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার যত কমানো যায়। ভূপৃষ্ঠের উপরের (সারফেস) পানি ব্যবহার বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

উপদেষ্টা বলেন, সিলেট অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের ঘাসজাত আগাছার কারণে চাষ ব্যাহত হচ্ছে। এ সমস্যা দূরীকরণে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করার ক্ষেত্রে যেন কোন দুর্নীতি না হয়।

সার প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, আপাতত সারের কোন সংকট নাই। বীজেরও সংকট হবে না। কৃষক যাতে পরামর্শ, সার, বীজ ও পানি ঠিকমতো পায়। সারের ব্যবহার পরিমিত পরিমাণে করতে হবে। জৈব সার ব্যবহার বাড়াতে হবে।

উপদেষ্টা বলেন, বাজারে কৃষি পণ্যের মূল্য সঠিকভাবে মনিটরিং করতে হবে। কৃষি বিষয়ক সকল পরিসংখ্যান যেন নির্ভরযোগ্য ও সঠিক হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

উপদেষ্টা বলেন, কৃষি জমি কোনভাবেই কমানো যাবে না। কৃষি বিষয়ক যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে এ বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

কৃষি উপদেষ্টা বলেন, এবার আমনের ফলন বেশ ভালো দেখা যাচ্ছে। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে বন্যায় আমন উৎপাদনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আমরা আশা করছি বোরো ফলন ভালো হবে। দেশে চালের সংকট হবে না।

এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, বিভাগীয় কমিশনার সিলেট, বিএডিসি ও ডিএইসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গজারিয়ায় কৃষক কমিউনিটি মিটিং অনুষ্ঠিত

মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার ভবেরচর ইউনিয়নের আলিপুরা মৌজায় বিএডিসি'র পার্টনার প্রকল্পের আওতায় সেচ কাজে পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে উপকারভোগী কৃষকদের নিয়ে কমিউনিটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএডিসি ঢাকা নির্মাণ রিজিয়ন মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, মুন্সীগঞ্জ জোন অজয় কুমার রায়, গজারিয়া উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব ফয়সাল আরাফাত বিন সিদ্দিক, গজারিয়ার উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব ইউসুফ এবং স্থানীয় উপকারভোগী কৃষকবৃন্দ।

কমিউনিটি মিটিংয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএডিসি ঢাকা নির্মাণ রিজিয়ন মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম

কৃষকের উন্নয়ন হলেই জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন হবে- কৃষি উপদেষ্টা

কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেছেন, কৃষকের উন্নয়ন হলেই জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন হবে। কৃষকের কিভাবে উন্নতি হবে, সেদিকে সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে। তারা বঞ্চিত হলে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।

উপদেষ্টা গত ০৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে বিকেলে খুলনা মহানগরীর দৌলতপুরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনার আঞ্চলিক কার্যালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহের খুলনা অঞ্চলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ নির্দেশনা প্রদান করেন।

উপদেষ্টা বলেন, কৃষি বিভাগে ডক্টরেট ডিগ্রিধারীর সংখ্যা বেশি। তার মানে তারা বেশি শিক্ষিত। এটাকে কৃষকের স্বার্থে কাজে লাগাতে হবে। তা না করে ও কৃষকের কাছে না গিয়ে অফিসের এসি রুমে বসে থাকলে চলবে না। তিনি বলেন, শুধু প্রকল্প গ্রহণ করলেই হবে না, বরং এটি জনগণের স্বার্থে কতটুকু প্রয়োজনীয় আগে তা যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে।

খুলনার আঞ্চলিক কার্যালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহের খুলনা অঞ্চলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)

লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেন, কৃষি প্রণোদনা দুর্নীতির আখড়া। হয় এটি বিতরণে শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে, না হয় বন্ধ করে দিতে হবে। উপদেষ্টা এসময় ব্যক্তি স্বার্থকে উপেক্ষা করে সদস্যদের কল্যাণার্থে এসোসিয়েশন বা সমিতিতে কাজ করার জন্য উপস্থিত কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেন।

মতবিনিময় সভায় উপদেষ্টা খুলনা অঞ্চলের কৃষির সমস্যা, সম্ভাবনা ও উন্নয়ন সম্পর্কে অবহিত হন। সভায় জানানো হয়, খুলনা অঞ্চলে কৃষির প্রধান সমস্যা জলাবদ্ধতা। এ সমস্যা দূর করা গেলে এ অঞ্চলে লক্ষাধিক হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনা যাবে। জলাবদ্ধতা দূর করতে হলে এ অঞ্চলের ৫০০ কি.মি. দৈর্ঘ্যের ৬৪০টি খাল খনন করা প্রয়োজন।

সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) ড. মোঃ মাহমুদুর রহমান, খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মো. ফিরোজ সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক, খুলনা বিভাগের সকল জেলা প্রশাসকসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহের খুলনা অঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যশোরে বিএডিসি'র কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন সংস্থার সচিব

গত ২৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে বিএডিসি সেচ ভবন, যশোরে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সচিব (উপসচিব) ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান ।

মতবিনিময় সভায় বিএডিসি'র সচিব কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি জলাবদ্ধতা নিরসন এবং সেচ সম্প্রসারণে বিএডিসি'র প্রশংসা করেন।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর সার্কেল জনাব আব্দুল্লাহ আল রশিদ, প্রকল্প পরিচালক জনাব মাহবুব হোসেন, যুগ্ম পরিচালক (সার) রোকনুজ্জামান, যুগ্ম পরিচালক কামরুজ্জামান (বীজ), নির্বাহী প্রকৌশলী বিএডিসি যশোর (সওকা) রিজিয়ন জনাব মাযহারুল ইসলাম, আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক যশোর, সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সোহেল রানা, সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ জাকির হোসেনসহ আরো অনেকে বিএডিসির কর্মকর্তা/ কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সচিব ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান

ডিএপি সার আমদানির জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিএডিসি ও Ma'aden এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান এবং Ma'aden গ্রুপের প্রতিনিধি

নন-ইউরিয়া সারের নিরাপদ মজুদ গড়ে তুলে কৃষকদের নিকট যথাসময়ে সার সরবরাহের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ হতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নন-ইউরিয়া সার আমদানি করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২৫ এবং ২০২৬ সালের জন্য প্রতি বছরে ৬.০০ লক্ষ মে.টন করে সর্বমোট ১২.০০ লক্ষ মে.টন ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) সার আমদানির লক্ষ্যে বিএডিসি এবং সৌদি অ্যারাবিয়ান কোম্পানি Ma'aden এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

গত ১৫ ডিসেম্বর সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান এবং Ma'aden গ্রুপের প্রতিনিধি এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি সম্পাদনকালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী যথাসময়ে ডিএপি সার প্রাপ্তির লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিএডিসি'র মাধ্যমে সকল ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এতে করে দেশে ডিএপি সারের কোন সংকট হবে না। কৃষকদের নিকট যথাসময়ে ডিএপি সার সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভবপর হবে। উল্লেখ্য, এ চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে বিগত বছরের তুলনায় বর্তমানে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় সরকারের রাজস্ব খাতে ২৯ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

বিএডিসি'র আরবান সেলস সেন্টারের মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত কৃষি পণ্যের বিপণন

বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন আরবান সেলস সেন্টারের ০৪টি বিক্রয় কেন্দ্র হতে গত ১৬ অক্টোবর ২০২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হতে সংগৃহীত কৃষিপণ্য ৮৫,০০০/-(পচাঁশি হাজার) উপকারভোগী জনসাধারণের মাঝে ৫,৮০,৩৩০টি ডিম, ২৬৮.২০ মে.টন আলু, ৭৬.৫০ মে.টন পেঁয়াজ এবং ১৪১.১০ মে.টন সবজি প্রণোদনা মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে।

বর্তমানে এ কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। কৃষিপণ্যের বাজার মূল্যের উর্ধ্বগতি হ্রাসকরণে বিএডিসি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখায় সর্বসাধারণের নিকট বিএডিসি'র প্রসংশা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলার কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন পাবনা, নাটোর এবং সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। গত ৬ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে বিএডিসি'র পাবনাস্থ টেবুনিয়া খামারে অনুষ্ঠিত "আমন ধান বীজের গ্রো-আউট টেস্ট" শীর্ষক কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

"পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলার ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন" প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চেয়ারম্যান বলেন, অধিক ফসল উৎপাদনে ভালো বীজের কোন বিকল্প নেই। মূলত: বীজই হচ্ছে ফসল উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ। বিএডিসি প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে কৃষকদের নিকট মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করার কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদন করে যাচ্ছে। তবে এখানেই থেমে থাকলে চলবে না। কৃষি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষককুলের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং বেসরকারি বীজ উদ্যোগক্তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কার্যকরভাবে টিকে থেকে বীজের গুণগতমান আরও বাড়ানোর ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। কৃষি উপকরণ প্রাপ্তিতে কৃষকরা যাতে কোনরূপ হয়রানি/বৈষম্যের শিকার না হয় সেজন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বিএডিসি'র পাবনা অঞ্চলে কর্মরত কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান পরবর্তীতে "পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলার ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন" প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বলেন, প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোনরূপ অনিয়ম ও গাফলতি সহ্য করা হবে না। সকল ধরণের আর্থিক শৃঙ্খলা অনুসরণপূর্বক দরপত্র প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। একই সঙ্গে সকল ভৌত কাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পাদনেও পরামর্শ প্রদান করেন।

পরিদর্শনকালে "পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলার ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন" প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব এবিএম মাহমুদ হাসান খান, নির্বাহী প্রকৌশলীসহ বিএডিসি'র পাবনা অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

"পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলার ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন" প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষকদের উদ্দেশ্য বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের ময়মনসিংহ জেলার কার্যক্রম পরিদর্শন

ময়মনসিংহ জেলার বিএডিসি'র বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান ময়মনসিংহ জেলার বিএডিসি'র বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। গত ১৫ নভেম্বর ২০২৪ হতে ১৬ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত তাঁর এই পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। এ সময় তিনি পার্টনার প্রকল্প আয়োজিত কর্মশালাসহ বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনিস্টিটিউটে আয়োজিত বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালায়ও অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া চেয়ারম্যান ময়মনসিংহ জেলার শম্ভুগঞ্জে বিদ্যমান সার গুদামস্থ নির্মাণাধীন প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল সার গুদাম নির্মাণসহ সেচ উইংয়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বলেন, বিএডিসি'র মাধ্যমে আমদানিকৃত সার গুদামে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণপূর্বক মানসম্পন্ন সার সঠিকভাবে যাতে কৃষকদের নিকট সরবরাহ করা যায় সেজন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল সার গুদাম নির্মাণ করা হচ্ছে। সুতরাং নির্ধারিত ড্রইং ও ডিজাইন অনুসরণপূর্বক নির্মাণ সামগ্রির গুণগতমান বজায় রেখে নির্মাণ কার্য সম্পাদনে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি এসময় কৃষি উপকরণ ও সেচ সুবিধাদি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কৃষকরা যাতে কোনক্রমেই বৈষম্যের বা হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে তৎপর হওয়ার ক্ষেত্রেও জোরালো গুরুত্বারোপ করেন ।

বিএডিসিতে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর বীজ বিতরণ বিভাগের উদ্যোগে রাজধানীর সেচভবনস্থ সেমিনার হলে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (GRS) বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিএডিসি'র বিভিন্ন উইংয়ের কর্মকর্তা এবং স্টোকহোল্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন।

সেচভবনস্থ সেমিনার হলে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (GRS) বিষয়ক সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সম্মানিত চেয়ারমান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান। সভাপতি হিসেবে স্টোকহোল্ডারদের বিভিন্ন দাবি-দফা, অভিযোগ গভীর মনোযোগের সাথে অনুধাবন করেন এবং কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে তাদের মাধ্যমে উত্থাপিত যৌক্তিক দাবি-দফা পূরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে কৃষকদের জন্য উদ্যোগী ও তৎপর হওয়ার ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করেন।

সেচ প্রযুক্তি বিষয়ক মেলা ২০২৪ অনুষ্ঠিত

সেচ প্রযুক্তি বিষয়ক মেলা-২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো 'সেচ প্রযুক্তি বিষয়ক মেলা -২০২৪'। গত ১৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে শেরে বাংলা নগরস্থ সেচভবন প্রাঙ্গণে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় বিএডিসিসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে চেয়ারম্যান বলেন, সেচ সুবিধাদি কৃষকদের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিএডিসি প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কৃষকদের চাহিদা এবং যুগের সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন নতুন সেচ বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে সংস্থাটির ভূমিকা অব্যাহত থাকবে। কৃষকরা সেচ সুবিধা প্রাপ্তিতে যাতে কোনরূপ বৈষম্য বা হয়রানির শিকার না হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকার জন্য বিএডিসি'র প্রকৌশলীগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান ।

সেচ প্রযুক্তি বিষয়ক মেলা -২০২৪ এ স্থাপিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টল

সেচ প্রযুক্তি বিষয়ক মেলা -২০২৪ এ স্থাপিত বিএডিসি'র স্টল

বিএডিসি'র পাটবীজ উৎপাদনের পটভূমি, সম্ভাবনা ও সংকট উত্তরণের উপায়

দেবদাস সাহা, মহাব্যবস্থাপক (পাটবীজ), বিএডিসি, ঢাকা

দেবদাস সাহা

পাটবীজ উৎপাদনের ইতিহাস:

ফসল উৎপাদনের মূল এবং একমাত্র জীবন্ত উপকরণ বীজ। বাংলাদেশে ঘোষিত ৫ টি নটিফাইড ফসলের মধ্যে পাট অন্যতম। উন্নত জাতের পাটবীজ ব্যবহারে একর প্রতি ২০% আশের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাই আশ ফসলের উৎপাদন ঠিক রেখে জমি সাশ্রয় করে ধান চাষে এরিয়া বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৎকালিন PCJC (Pakistan Central Jute Comittee) এর অধীনে ১৯৬৮-৬৯ সালে পরীক্ষামূলকভাবে উন্নত পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে ADB (Asian Development Bank) এর আর্থিক সহায়তায় এ কার্যক্রম আরো তরান্বিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরে PCJC নাম ধারণ করে BJRI (Bangladesh Jute Research Institute) এবং পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে পাটবীজ প্রকল্পটি BJRI থেকে বিএডিসি'র অধীনে আসে। বর্তমানে পাটবীজ বিভাগের নিজস্ব দুইটি খামারের মাধ্যমে মৌল বীজ থেকে ভিত্তি পাটবীজ উৎপাদন করা হয়। চাষিরা বিএডিসি'র সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দেশি, কেনাফ এবং তোষা জাতের পাটবীজ উৎপাদন করছেন।

পাটবীজ বিভাগের তথ্য:

বিএডিসিতে মহাব্যবস্থাপক (পাটবীজ) বিভাগের আওতাধীন দপ্তর দুইটি অঞ্চলের আওতায় ছয়টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোন, দুইটি প্রসেসিং সেন্টার এবং দুইটি খামার রয়েছে। দুইটি অঞ্চল হলো পূর্বাঞ্চল, ঢাকা এবং পশ্চিমাঞ্চল, যশোর। দুইটি খামার হলো নশিপুর ভিত্তি পাটবীজ উৎপাদন খামার, দিনাজপুর এবং চিৎলা ভিত্তি পাটবীজ উৎপাদন খামার, মেহেরপুর। খামার দুইটিতে বিজেআরআই এবং বিনা থেকে সংগৃহীত মৌল বীজ থেকে ভিত্তি মানের বীজ উৎপাদন করা হয়। ছয়টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোন ঢাকা, টাঙ্গাইল, বগুড়া, যশোর, কুষ্টিয়া এবং রাজশাহীতে অবস্থিত। জোনগুলোতে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ভিত্তি মানের বীজ থেকে প্রত্যায়িত মানের বীজ উৎপাদন করা হয়। এছাড়া দুইটি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র যথাক্রমে মনিরামপুর পিসি, যশোর এবং চিৎলা পিসি, মেহেরপুরে অবস্থিত। উৎপাদিত ভিত্তি এবং প্রত্যায়িত মানের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণপূর্বক দেশি জাতের পাটবীজ সরাসরি বিএডিসি'র বীজ ডিলারের মাধ্যমে চাষিদের নিকট বিক্রি এবং তোষা জাতের পাটবীজ পাট অধিপ্তরের প্রকল্পের মাধ্যমে এবং কৃষি প্রণোদনার মাধ্যমে চাষিদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

বর্তমানে দুইটি খামার এবং ছয়টি জোনে নিম্নবর্ণিত জাতের পাটবীজ উৎপাদন করা হচ্ছে:

- ❑ **দেশি:** দেশি পাট: সিভিএল-১, বিজেসি ৭৩৭০, বিজেআরআই দেশি পাট-৮, বিজেআরআই দেশি পাট-৯, বিনা পাটশাক-১, বিনা পাটশাক-২ ;
- ❑ **কেনাফ বীজ:** এইচসি-৯৫, বিজেআরআই কেনাফ-৪ ;
- ❑ **তোষা পাটবীজ:** ও-৯৮৯৭, বিজেআরআই তোষা পাট-৮, বিজেআরআই তোষাপাট-৯

প্রতিবছর বাংলাদেশে গড়ে ৫৫০০ থেকে ৬০০০ মে.টন পাটবীজের চাহিদা রয়েছে। যার মধ্যে ১৩০০-১৪০০ মে.টন বীজ বিএডিসি'র মাধ্যমে উৎপাদনপূর্বক চাষি পর্যায়ে সরবরাহ করা হয় যা জাতীয় চাহিদার শতকরা ২০-২৫ ভাগ।

পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম

বাংলাদেশে দেশি পাটবীজের চাহিদা আনুমানিক ২৫০-৩০০ মে.টন। কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগরের পদ্মারচরে কেনাফ ও দেশি পাটবীজ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভবনা রয়েছে। উক্ত এলাকায় বর্তমানে দেশি ও কেনাফ পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম চলমান আছে। কিশোরগঞ্জ জেলাসহ আশে পাশের এলাকায় ৮০০-১০০০ মে.টনের কেনাফ বীজের চাহিদা রয়েছে যা ফিলিপনগরের পদ্মার চরেই উৎপাদন করা সম্ভব। বর্ষাকালে পাটবীজ উৎপাদন মৌসুমে ফিলিপনগরের পদ্মার চরে কেনাফ ও দেশি পাট ছাড়া অন্য কোন ফসল চাষাবাদ করা সম্ভব হয় না বিধায় উক্ত এলাকার চাষিদের উল্লিখিত সময়ে কেনাফ ও দেশি পাটবীজ উৎপাদনের আগ্রহ অনেক বেশি। বিজেআরআই উদ্ভাবিত দেশি পাটের জাতগুলো উচ্চফলনশীল, রোগবালাই কম, আঁশের মান ভালো এবং কৃষক পর্যায়ে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। ২০২৩-২৪ উৎপাদন বর্ষে ২৮৬.৩০৯ মে.টন দেশি পাটবীজ বিএডিসি'র মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ উৎপাদন বর্ষে ১১৬৩.০০ মে.টন পাটবীজ সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান আছে।

দেশি জাতের পাটবীজ বর্তমানে আশের পাশাপাশি শাক উৎপাদনেও বেশি ব্যবহৃত হয়। পাটগাছ ঝোপালো বিধায় অল্প জায়গায় বেশি পরিমাণে বীজ উৎপাদন করা সম্ভব। পাট পাতা এবং শিকড় মাটিতে পচে জমিতে জৈব পদার্থ যোগ করে ফলে মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়। কেনাফ বীজের

উল্লেখযোগ্য জাত হলো এইচসি-৯৫ এবং বিজেআরআই কেনাফ-৪ যা লাল কেনাফ নামে পরিচিত। বিজেআরআই কেনাফ-৪ জাতটিতে মোজাইক রোগ হয়না বলে চাষিদের নিকট জাতটি অধিক জনপ্রিয়। ২০২৩-২৪ বর্ষে ৩৯.৩৫০ মে.টন কেনাফ বীজ চাষি পর্যায় বিতরণ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ উৎপাদন বর্ষে ৮০ মে.টন কেনাফ বীজ সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান আছে।

বর্তমানে দেশে তোষা পাটবীজের চাহিদা ৪০০০-৪৫০০ মে.টন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় পাটবীজ উৎপাদন মৌসুমে প্রতিযোগী ফসল আমন ধান এর পরিবর্তে পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রমে চাষিদের লাভ বেশি হওয়ায় তারা পাটবীজ চাষে বেশি আগ্রহী। তোষা পাটবীজের জাত ও-৯৮৯৭ এবং বিজেআরআই তোষা পাট-৮ (রবি-১) বর্তমানে চাষ করা হচ্ছে। বিজেআরআই উদ্ভাবিত তোষা শ্রেণির নতুন একটি জাত বিজেআরআই তোষা পাট-৯ যা সবুজ সোনা নামে পরিচিত। জাতটি অন্যান্য সকল জাতের তুলনায় অধিক ফলনশীল এবং জীবনকালও তুলনামূলক কম। এ বছর ৩.৫০ মে.টন বীজ উৎপাদন কার্যক্রম চলমান আছে। ২০২৩-২৪ বর্ষে বিএডিসি'র পাটবীজ বিভাগের চারটি জোনে উৎপাদিত (বগুড়া, যশোর, কুষ্টিয়া এবং রাজশাহী) বিভিন্ন জাতের ৮৫০.০০ মে.টন তোষা পাটবীজ পাট অধিদপ্তরের প্রকল্প এবং কৃষি প্রণোদনার মাধ্যমে চাষি পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

পাটবীজ উৎপাদনে সমস্যা:

- প্রথমত অধিক ফলনশীল উন্নতমানের পাটের জাতের অভাব। আমাদের দেশে বর্তমানে ২ টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিজেআরআই এবং বিনা থেকে উদ্ভাবিত পাট ফসলের জীবনকাল বেশি এবং ফলন কাঙ্ক্ষিত মাত্রার চেয়ে কম। অপরদিকে ভারত থেকে আমদানিকৃত জেআরও ৫২৪ জাতটির চাহিদা চাষি পর্যায়ে অনেক বেশি। কারণ জেআরও ৫২৪ জাতটির জীবনকাল কম এবং ফলন বেশি। এছাড়া জেআরও ৫২৪ জাতটির জীবনকাল কম হওয়ায় আশের জন্য আগাম কেটে আমন ধান চাষ করা যায়।
- আমাদের দেশে খরিপ-২ ও রবি মৌসুম মিলে পাটবীজ উৎপাদন করা হয় এবং জাতভেদে বীজ উৎপাদন করতে ৬-৮ মাস সময় লেগে যায়। রবি মৌসুমে প্রতিযোগী ফসলের আধিক্যের কারণে পাটবীজ চাষের জন্য পর্যাপ্ত জমি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

সংকট উত্তরণের উপায়:

- অধিক ফলনশীল উন্নতমানের পাটের জাত উদ্ভাবন করা যা ভারতের জেআরও ৫২৪ জাতের সমকক্ষ অথবা এর চেয়ে ভালো কোন জাত। কুষ্টিয়া জেলার ফিলিপনগরের পদ্মার চরে কেনাফ ও দেশি পাটবীজ উৎপাদন করা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় নাবী পদ্ধতিতে তোষা জাতের বীজ উৎপাদন করা। একর প্রতি উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা ; এবং
- প্রতিবছর পাটবীজের প্রকৃত চাহিদা নিরূপণপূর্বক দেশে উৎপাদিত বীজের পরিমাণের সাথে সমন্বয় করে আমদানির অনুমতি দেয়া।

ছক-ক: বিএডিসি কর্তৃক বিগত পাঁচ বছরের জাতওয়ারী পাটবীজ সংগ্রহ ও বিক্রয়ের তথ্য :

বিতরণবর্ষ	বীজ সংগ্রহ (মে. টন)				বীজ বিক্রয় (মে. টন)			
	দেশি	তোষা	কেনাফ	মোট	দেশি	তোষা	কেনাফ	মোট
২০১৯-২০	৪২০.২৫	৪০৫.৮১	০.০	৮২৬.০৫৮	৪২০.২৫	৪০৫.৮১	০.০	৮২৬.০৫৮
২০২০-২১	২৫৯.৯২	৪৭৫.৮৭	০.০	৭৩৫.৭৯	১৪৯.০৭৮	৪৭৫.৮৭	০.০	৬২৪.৯৪৮
২০২১-২২	৫২৫.৬৯৭	৯৯৯.৮০০	০.০	১৫২৫.৪৯৭	৪৭৩.২২৪	৪৬২.৩৬৫	০.০	৯৩৫.৫৮৯
২০২২-২৩	৪৩৭.৭৯	৮৭২.৩৮	৪.৯৭	১৩২৩.০৬	৩৫৭.৫৩	৮৬১.০০	৪.৯৭	১২২৩.৪৯
২০২৩-২৪	৪১৩.৪০	৯৩৩.৫৩	৪১.৩০	১৩৮৮.২৩	৪১৩.৪০	৯১৭.৮৬	৪১.৩০	১৩৭২.৫৬০

ছক-খ: নিম্নে বিগত পাচ বছরের তোষা পাটবীজ, মেসতা/কেনাফ বীজের আমদানির তথ্য তুলে ধরা হলো:

ক্র. নং	উৎপাদন বছর	তোষা পাটবীজ (মে.টন)	মেসতা/কেনাফ (মে.টন)	মন্তব্য
১	২০১৯-২০	৩৪৬৯.২৮০	৬৯৭.০০০	
২	২০২০-২১	৫২৪৫.৭০০	৮০৬.০২৫	
৩	২০২১-২২	৪৩৫৬.২৯০	৫৮৯.০০০	
৪	২০২২-২৩	৪৩৯৩.০০০	৮৮৩.০০০	
৫	২০২৪-২৫	২৫৪৮.২৮০	৪৮৯.৫৯০	

আমদানি নির্ভরতা কমাতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে:

- বিজেআরআই কর্তৃক অধিক ফলনশীল এবং স্বল্প জীবকালসম্পন্ন, রোগবালাই উপদ্রব কম হয় এরূপ জাত উদ্ভাবন করা ;
- পাটের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং আশের মানোন্নয়নে নিম্নমানের অবৈধ বীজের অনুপ্রবেশ রোধ করা ;
- দেশে উৎপাদিত বীজের মান ভালো এ জাতীয় প্ররোচণা জোরদার করা ;
- ভর্তূকি ব্যবস্থা রাখা ;
- পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের ব্যবস্থা করা ;
- পাটবীজ উৎপাদন কলাকৌশল সম্পর্কে চাষি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;
- মৌসুম ভিত্তিক পাট চাষীদের জন্য লোন প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির মাধ্যমে বাজার মনিটরিং জোরদার করা।

উপরোক্ত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখলে পাটবীজ আমদানি অনেকাংশেই রোধ করা সম্ভব হবে এবং দেশে উৎপাদিত পাটবীজ দিয়েই জাতীয় চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

সর্বোপরি বাংলাদেশের জলবায়ু ও মাটি পাট চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। বিশ্ব বাজারের চাহিদার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ কাচাপাট এবং শতকরা প্রায় ৪০-৫০ ভাগ পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে পরিচিত অর্থাৎ পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ প্রথম এবং পাট উৎপাদনে দ্বিতীয়। পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে ভালো পাট জন্মে এজন্য পাটকে সোনালী আশ বলা হয়। কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর ও নওগা জেলায় পাট উৎপাদন বেশী হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, বাংলাদেশ এই বছর (২০২৩-২৪ অর্থবছর) ৭.২৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে ১৭.৬৮৭ লক্ষ মে.টন অর্থাৎ ৯৫.৮২ লক্ষ বেল পাটআশ উৎপাদন হয়েছে (এক বেল =৫ মন)। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পাট ও পাটজাতপণ্য রপ্তানি করে ৯১২.২৫ কোটি ডলার রপ্তানি আয় হয়েছে। বাংলাদেশে সর্বমোট ৫০ লক্ষ চাষি সরাসরি পাট চাষের সাথে জড়িত।

বাংলাদেশে আশের জন্য চাষাবাদকৃত কতিপয় পাটের জাতের বৈশিষ্ট্য নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করা হলো:

ক্র. নং	জাতের নাম	জীবনকাল (দিন)	আশের ফলন (টন/হেক্টর)	জীবনকাল (দিন)	আশের ফলন (টন/হেক্টর)	মন্তব্য
১	সিভিএল-১	১০০	১.৬৪০	১২০	২.৪৬০	
২	বিজেআরআই তোষা পাট-৮	১০০	৩.১৫০	১২০	৪.২৫০	
৩	বিজেআরআই তোষা পাট-৯	১০০	৩.০৫০	১২০	৩.২৬০	
৪	ও ৯৮৯৭	১০০	২.৮১০	১২০	৩.২৫০	
৫	জেআরও ৫২৪	১০০	৩.৭৮০	১২০	৪.৬৯৩	
৬	কেনাফ এইচসি ৯৫	১০০	২.৩৪০	১২০	৩.৫০০	
৭	বিজেআরআই কেনাফ-৪	১০০	২.২৩০	১২০	৩.৩০০	

‘বিএডিসি’র বীজ
কৃষকের আস্থার প্রতীক’

ঝালকাঠিতে বীজের আপদকালীন মজুদ কর্মসূচি (বীআমক) জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষির সফলতার গল্প

ড. মোঃ মোজাফফর হোসেন, কর্মসূচি পরিচালক (বীআমক), বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা

ড. মোঃ মোজাফফর হোসেন

চাষীর নামঃ মোঃ জাকির হোসেন ফকির
রেজিস্টেশন নং-৪১
ব্লক : ঝালকাঠি
স্কিম : দশনাকান্দা
ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি।
মোবাইল নং-০১৯২৩-৬৯৭০০২

মোঃ জাকির হোসেন ফকির একজন প্রান্তিক চাষি। পুরাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ, সঠিক প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব এবং স্থানীয় জাতের ফসল আবাদ করে খাদ্য হিসাবে ধান বিক্রয় করে লাভবান না হয়ে যখন কৃষিকাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মত অবস্থা; ঠিক তখনি বিএডিসি বীআমক ঝালকাঠি জোনের এক জন চুক্তিবদ্ধ চাষি হিসাবে নিবন্ধিত হন। তখন তিনি আধুনিক চাষাবাদ ও দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় খাপখাওয়ানো উপযোগী উচ্চফলনশীল জাত সম্পর্কে ধারনা লাভ করেন। চুক্তিবদ্ধ চাষি হিসাবে বীজ উৎপাদনের কলাকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। নতুন আঙ্গিকে চাষাবাদ শুরু করেন, এতে তার ফলন আগের তুলনায় বাড়তে থাকে এবং বিএডিসিতে প্রিমিয়াম মূল্যে বীজ সরবরাহ করায় লাভবান হতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে বোরো মৌসুমের আগাম ও স্বল্পমেয়াদি উচ্চফলনশীল ব্রি ধান৭৪ জাত সম্পর্কে জানতে পারেন এবং বীজ উৎপাদন করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। চুক্তিবদ্ধ চাষি হিসাবে নিজের জমিসহ বর্গাজমি ও আশেপাশের চাষিদের নিয়ে স্কিমলিডার হিসাবে চাষাবাদ করে ২০২২-২০২৩ বোরো মৌসুমে উচ্চফলনশীল ব্রি ধান৭৪ জাতের (প্রত্যয়িত) ৪৩.০০০ একর জমিতে বীজ উৎপাদন করেন। বিএডিসি'র নিয়ম মাফিক বীজ উৎপাদনের সকল ধাপসমূহ সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করেন এবং দেখেন যে, তার এলাকার আবাদকৃত অন্য জাতের তুলনায় ধানের কুঁশির সংখ্যা অনেক বেশি, উচ্চতার দিক থেকে মাঝারি, গাছ বেশ মজবুত, ঢলে পড়ে না, শীষ বড়, ধানের ওজন বেশি, জীবনকাল অপেক্ষাকৃত কম। তাছাড়া তিনি জানতে পারেন ব্রি ধান৭৪ জাতটির চাল জিংকসমৃদ্ধ হওয়ায় উপকূলীয় এলাকার সাধারণ জনগণ পুষ্টি সমৃদ্ধও হবে। এছাড়াও আগাম আবাদ করায় ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় রিমাল সংঘটিত হওয়ার আগেই ফসল কর্তন সম্ভব হয়েছে। এ দেখে স্থানীয় কৃষকের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় আশেপাশের কৃষক বিএডিসি'র চুক্তিবদ্ধ চাষি হিসাবে নিবন্ধিত হয়ে এ জাতের ধান আবাদে আগ্রহী। জাকির হোসেন ফকির ২০২২-২০২৩ বোরো মৌসুমে বিএডিসি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কমপক্ষে ৪৩.০০ মে. টন বীজ সরবরাহ করেও প্রায় ১০.০০ মে. টন বীজ হাতে থাকে। যা তিনি এলাকার কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করবেন। উক্ত বীজধান ও বাইপ্রোডাক্ট বিক্রি করে তার আনুমানিক নীট আয় দাঁড়ায় ৫,০০০,০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা।

জাত : ব্রি-ধান৭৪, স্কিম লিডার: মোঃ জাকির হোসেন ফকির

কৃষকের মন্তব্য : আগে দীর্ঘমেয়াদি স্থানীয় ধান আবাদ করায় দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় প্রায় প্রতিনিয়ত ফসলহানি হতো। এখন স্বল্পমেয়াদি বীজধান আবাদ করায় ঘূর্ণিঝড় হওয়ার আগেই ধান কর্তন করে ঘরে তোলা যায়। বিএডিসি'র মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করে বীজধানের ন্যায্যমূল্য পাই। স্থানীয় বাজারে খাবার ধান হিসাবে আর বিক্রি করতে হয় না। বিএডিসি'র চাষি হিসাবে নিবন্ধিত হওয়ায় এলাকার অনেক লোকজন দাম দেয়, আমি এখন সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। পূর্বে আমার ভালো বাড়ী ছিলনা, পরিবারের সকলকে নিয়ে অনেক কষ্টে দিন কাটাতে হতো । এখন নিজের বাড়ী হয়েছে, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ ও এক মেয়ে বিয়ে দেওয়াসহ নিজের ট্রাক্টর হয়েছে। এখন আমি আর্থিকভাবে অনেক স্বাবলম্বী হয়েছি।

বারি মসুর-৮ এর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত

ডাল ও তৈলবীজ বিএডিসি, ক. গ্রো. জোন, রাজশাহীর আয়োজনে এবং গেইন বাংলাদেশের সহযোগিতায় বারি মসুর-৮ এর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক প্রচারণা সভায় উপস্থিত ছিলেন যুগ্মপরিচালক (ডাল ও তৈলবীজ) বিএডিসি, ঢাকা ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং গেইন বাংলাদেশের কনসালটেন্ট জনাব নিহার কুমার প্রামানিক।

প্রচার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুগ্মপরিচালক (বীবি) বিএডিসি, রাজশাহী জনাব মোঃ ফজলে রব, যুগ্মপরিচালক (উদ্যান) বিএডিসি, রাজশাহী জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক (সার) বিএডিসি, রাজশাহী জনাব মোঃ জুলফিকার আলী, উপপরিচালক (ডিএই) রাজশাহী জনাব উম্মে ছালমা, উপপরিচালক (টিসি) বিএডিসি, রাজশাহী জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপপরিচালক (বীপ্রকে) বিএডিসি, রাজশাহী জনাব মোঃ আব্দুর রহমানসহ ডাল ও তৈলবীজ ক. গ্রো. জোন রাজশাহী দপ্তরের সিনিয়র সহকারী পরিচালক, সহকারী পরিচালক, উপসহকারী পরিচালকবৃন্দ।

সভার শেষে কৃষকদের মাঝে বারি মসুর-৮ ও অনুজীব সার বিতরণ করা হয়।

বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন

বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সদস্যবৃন্দের মতামতের প্রেক্ষিতে আহ্বানকৃত Extra Ordinary General Meeting (EGM) গত ১৪ নভেম্বর বিএডিসি'র সেচ ভবনস্থ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), পশ্চিমাঞ্চ, সেচভবন, ঢাকা জনাব খান ফয়সাল আহমদকে সভাপতি এবং নিবার্হী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি রিজিয়ন জনাব মোহাম্মদ সাহেদকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

খান ফয়সাল আহমদ
সভাপতি

মোহাম্মদ সাহেদ
সাধারণ সম্পাদক

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন:

সহসভাপতি পদে জনাব চঞ্চল কুমার মিস্ত্রি, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল সার্কেল, জনাব মোহাম্মদ সরোয়ার মাওলা, উপপ্রধান প্রকৌশলী, মিশু বিভাগ, কৃষি ভবন, জনাব মোহাম্মদ নূরনবী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা সার্কেল।

যুগ্ম সম্পাদক পদে জনাব নূর মোহাম্মদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, পূর্বাঞ্চল সেচ ভবন, ঢাকা, জনাব মোঃ তারেক ইয়াছিন, নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ), কৃষি ভবন, ঢাকা।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে জনাব মোঃ আলাল উদ্দিন, সহকারী প্রকৌশলী, কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

দপ্তর সম্পাদক পদে জনাব ইমরুল কায়েস মির্জা কিরণ, সহকারী প্রকৌশলী, সেচ ভবন, ঢাকা।

প্রচার সম্পাদক পদে জনাব হাফিজুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী, ঢাকা নির্মাণ জোন, ঢাকা।

সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে জনাব রুহুল আমিন, সহকারী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম সার্কেল, চট্টগ্রাম।

কোষাধ্যক্ষ পদে জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম অসীম ভুঁইয়া, সহকারী প্রকৌশলী, মিশু বিভাগ, কৃষি ভবন, ঢাকা।

সদস্য পদে জনাব মুহাম্মদ বদিউল আলম, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), কৃষি ভবন, জনাব শিবেন্দ্র নারায়ন গোপ, প্রধান প্রকৌশলী (সওকা), কৃষি ভবন, ঢাকা (সাবেক সভাপতি), জনাব মোঃ বদরুল আলম, প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), কৃষি ভবন, ঢাকা, জনাব মোহাম্মদ ওবায়েদ হোসেন, উপপ্রধান প্রকৌশলী, কৃষি ভবন, ঢাকা, জনাব এ কে এম জাহাঙ্গীর আলম, উপপ্রধান প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ বিভাগ, ঢাকা, জনাব প্রনজিত কুমার দেব, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট সার্কেল, সিলেট, জনাব এ এইচ এম মিজানুল ইসলাম, উপপ্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), ঢাকা, জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনাব নূরুল আলম, সহকারী প্রধান প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ বিভাগ, ঢাকা, জনাব আজমিরা নাছরিন রিজা, সহকারী প্রধান প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ বিভাগ, ঢাকা, জনাব এ কে এম আপেল মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, সেচ ভবন, ঢাকা (সাবেক সাধারণ সম্পাদক)।

বিএডিসিতে গাড়ি চালকদের দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর গাড়ি চালকদের ২ দিনব্যাপী শিষ্টাচার, ম্যানার, প্রোটোকল এবং মোটরযান ড্রাইভিং ও গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কৃষি ভবনের সেমিনার হলে (৩য় তলা) অনুষ্ঠিত হয়।

সংস্থার নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগ গত ১১ ও ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ দুইদিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসোন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, ট্রাফিক ওয়ারী বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন। প্রশিক্ষণকালে সংস্থার নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগের যুগ্মপরিচালক জনাব মোঃ ইয়াছিন আলী উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসিতে গাড়ি চালকদের প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসোন হিসেবে বক্তব্য রাখছেন অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, ট্রাফিক ওয়ারী বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন

ডাল ও তেলবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে বিএডিসি'র নতুন প্রকল্প অনুমোদন

ডাল ও ভোজ্যতেলে আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে নতুন একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে সরকার। এ প্রকল্পে ভালো মানের ডাল ও তেলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি ভোক্তা ও কৃষকদের কাছে ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

প্রকল্পটি দেশের আমদানি নির্ভরতা কমানোর মাধ্যমে কৃষি খাতের উন্নয়ন সাধন করতে সহায়তা করবে এবং দেশের পুষ্টি নিরাপত্তা ও কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে।

পরিকল্পনা কমিশনের একনেক সভায় 'ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)' শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) আগামী পাঁচ বছর (নভেম্বর ২০২৪ থেকে জুন ২০২৯) মেয়াদে প্রায় ২৬৫.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

সূর্যমুখীর ক্ষেত

এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো দেশের ক্রমবর্ধমান বীজের চাহিদা পূরণ এবং ডাল ও তেলবীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রটি সুষম ও টেকসই করে তোলা। প্রকল্পটির মাধ্যমে ১৮,০০০ মেট্রিক টন গুণগত মানসম্পন্ন ডাল ও তেলবীজ উৎপাদন এবং কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হবে।

এ ছাড়াও, ২০০০ জন চুক্তিবদ্ধ কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তারা ডাল ও তেলবীজের প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। এর পাশাপাশি, ৬০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড ট্রানজিট বীজ গুদাম নির্মাণ করা হবে এবং উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় খামারের কার্যক্রমকে সহজতর করা হবে।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান মো. ফেরদৌস রহমান বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য হলো, কৃষকদের ডাল ও তেলবীজের প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণের কলা-কৌশল ও কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা। কৃষকদের কাছ থেকে উৎপাদিত ভালো জাতের ডাল ও তেলবীজ সংগ্রহ করে আরও বেশি কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

তিনি বলেন, আমাদের দেশের ডাল ও তেল বেশির ভাগই আমদানি করে আনতে হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে এবং ন্যায্যমূল্যে বীজ সরবরাহ করা হবে।

এ ব্যাপারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্ল্যানিং অনুষদ) মো. মাহাবুবুল হক পাটোওয়ারী বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ডাল ও তেলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষককে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা হবে। বীজ উৎপাদন করে সেটা ডিলারের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে বিক্রি করা হবে। এতে করে আমদানির ওপর চাপ কমবে এবং স্বল্পমূল্যে কৃষকদের ভালো বীজ সরবরাহ করা যাবে। বাংলাদেশের যেসব জেলাতে ভালো ডাল ও তেলবীজ উৎপাদন হয়, সেখানে ডিলারের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

সংকলিত : বাংলা নিউজ ২৪ ডটকম
২২ নভেম্বর ২০২৪

সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) এর খুলনাস্থ দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস পরিদর্শন

বিএডিসি আমদানিকৃত ননইউরিয়া (টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি) সার সংরক্ষণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে গত ৩১অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সংস্থার সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন (বিজেএমসি) এর আওতাধীন খুলনাস্থ "দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস" কোং লিমিটেড এর ক্যাম্পাস এরিয়ায় বিভিন্ন সংরক্ষণাগার, ডিজিটাল ব্রীজ স্কেল, সার সাময়িক ডাম্পিং যোগ্য বিভিন্ন স্পট, নিরাপত্তা বেষ্টনী, সেখানে অবস্থিত জেটি, নদী ঘাটসহ বিভিন্ন স্থাপনাদি সরজমিনে পরিদর্শন করেন।

উক্ত প্রতিনিধিদলে বিজেএমসি'র প্রতিনিধিত্ব করেন মহাব্যবস্থাপক, দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিমিটেড, খুলনা জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম, সহকারী প্রধান প্রকৌশলী, নির্মাণ বিভাগ, বিএডিসি জনাব মোঃ তারেক ইয়াছিন এবং যুগ্ম পরিচালক (সার), খুলনা জনাব মোঃ লিয়াকত আলীসহ যশোর ও স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ।

সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান খুলনাস্থ দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস এর নকশা পর্যবেক্ষণ

মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি

মাঘ মাস

বোরো ধান:

বোরো ধান রোপনের ভরা মৌসুম এখন। অতিরিক্ত শীতে বোরো ধানের চারায় কোল্ড ইনজুরি হতে পারে এবং চারার বাড়-বাড়ন্ত কমে যেতে পারে। সকাল বেলা ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে ফ্লাড ইরিগেশন দিলে কোল্ড ইনজুরি হতে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। ভালভাবে জমি কাদা করে ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা সারি করে রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারি ২৫-৩০ সে.মি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সে.মি.। উর্বর জমিতে পাতলা করে এবং কম উর্বর জমিতে ঘন করে চারা লাগাতে হবে। উত্তমরূপে জমি তৈরি করে শেষ চাষের সময় একর প্রতি ৫৫ কেজি টিএসপি, ৩০ কেজি এমওপি, ২৫ কেজি জিপসাম ও ৫ কেজি জিঙ্ক সার প্রয়োগ করতে হবে। বোরো মৌসুমে ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান২৯, ব্রি ধান৪৫, ব্রি ধান৪৭ ইত্যাদি জাতের ধান আবাদ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ মাসের মাঝামাঝি দিকে পৌষ মাসে লাগানো বোরো ধানে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার এক সাথে প্রয়োগ করলে সারের অপচয় হয় এবং কার্যকারিতা কমে যায়। এ জন্য ২/৩ কিস্তিতে ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের পূর্বে জমিতে খুব বেশি পানি থাকলে তা বের করে দিতে হবে। জমিতে সার প্রয়োগ করে মাটিতে নিড়ানী দিয়ে ভাল ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

গম:

গম ফসলের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। গমের জমিতে প্রয়োজন বোধে সেচ ও আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। আগাম লাগানো গমে কাইচ থোড় আসা শুরু হবে। গমের জমিতে সুপারিশ মত ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

আলু:

আলুর জমিতে এসময়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। মাটির উর্বরতার প্রকৃতি অনুসারে একরে ১১০ কেজি ইউরিয়া, ৯০ কেজি টিএসপি ও ১৩০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। আলু গাছের গোড়া উঁচু করে দিতে হবে। প্রয়োজনমত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। আলুর জন্য কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া খুবই ক্ষতিকর। কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া আলুর নাবী ধ্বসা রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য আগাম ব্যবস্থা হিসাবে কৃষিকর্মীর সুপারিশ অনুযায়ী নিয়মিত ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে।

শাক-সবজি:

শীতকালীন শাকসবজির যত্ন নিতে হবে। টমেটো ও বেগুণ গাছের নীচের দিকের ডাল-পালা ছেঁটে ফেলতে হবে। খুব বেশী হলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রয়োজনে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং সেচ দিতে হবে। লাউ এবং মিষ্টি কুমড়ার ফলন বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম পরাগায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফাল্গুন মাস

বোরো ধানের ক্ষেত্রে ইউরিয়া সারের ২য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বোরো ধানে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বোরো ধান রোপন এ মাসের ১ম পক্ষের মধ্যে শেষ করতে হবে। ফাল্গুন মাসে বোরো ধান লাগালে তুলনামূলক কম জীবনকাল বিশিষ্ট জাত (ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান৪৫) নির্বাচন করতে হবে।

এ মাস বোরো ধানে থ্রিপস, মাজরা পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং, পাতা মোড়ানো পোকাসহ বিভিন্ন পোকা আক্রমণ করতে পারে। অনুমোদিত কীটনাশক পরিমাণমত স্প্রে করে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন ও কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলে আলুর মড়ক দেখা দিতে পারে বিধায় ১৫ দিন পর পর ডাইথেন-এম ৪৫ বা অন্য কোন অনুমোদিত কীটনাশক নিয়ম মাফিক প্রয়োজনমত স্প্রে করতে হবে।

আগাম লাগানো পেঁয়াজ, আদা, হলুদ তুলে ফেলতে হবে। আগাম লাগানো তরমুজ, ফুটি, মিষ্টি আলু, শশার আগাছা পরিষ্কার ও প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে আগাম গ্রীষ্মকালীন সবজির চাষ শুরু করা যায়।

এমাসের শেষের দিক হতে পাট বোনা শুরু করা যেতে পারে। জমি উত্তমরূপে তৈরি করে জমিতে জো অবস্থায় বীজ বপণ করতে হবে।

‘বিএডিসি’র বীজ বপন করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন’

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

ময়মনসিংহে মতবিনিময় সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট কৃষিসচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনস্থ সেমিনার হলে সংস্থার এগ্রো সার্ভিস বিভাগ আয়োজিত কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

সেচভবনস্থ সেমিনার হলে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (GRS) বিষয়ক সভায় স্টেকহোল্ডারদের পক্ষে বিভিন্ন দাবি তুলে ধরছেন একজন কৃষি উদ্যোক্তা

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

"পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলার ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন" প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

ময়মনসিংহ জেলার বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে এডিপি সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন , ১১২/২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।